ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর
উদ্ভাবনী ধারণা : ২০১৯-২০
মাঠ স্তরে অনলাইনে কম্পিউটারে খতিয়ান এন্ট্রি
প্রবাহচিত্র(Flow-chart)

উদ্ভাবক : জনাব মোমিনুর রশিদ,
জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, ঢাকা

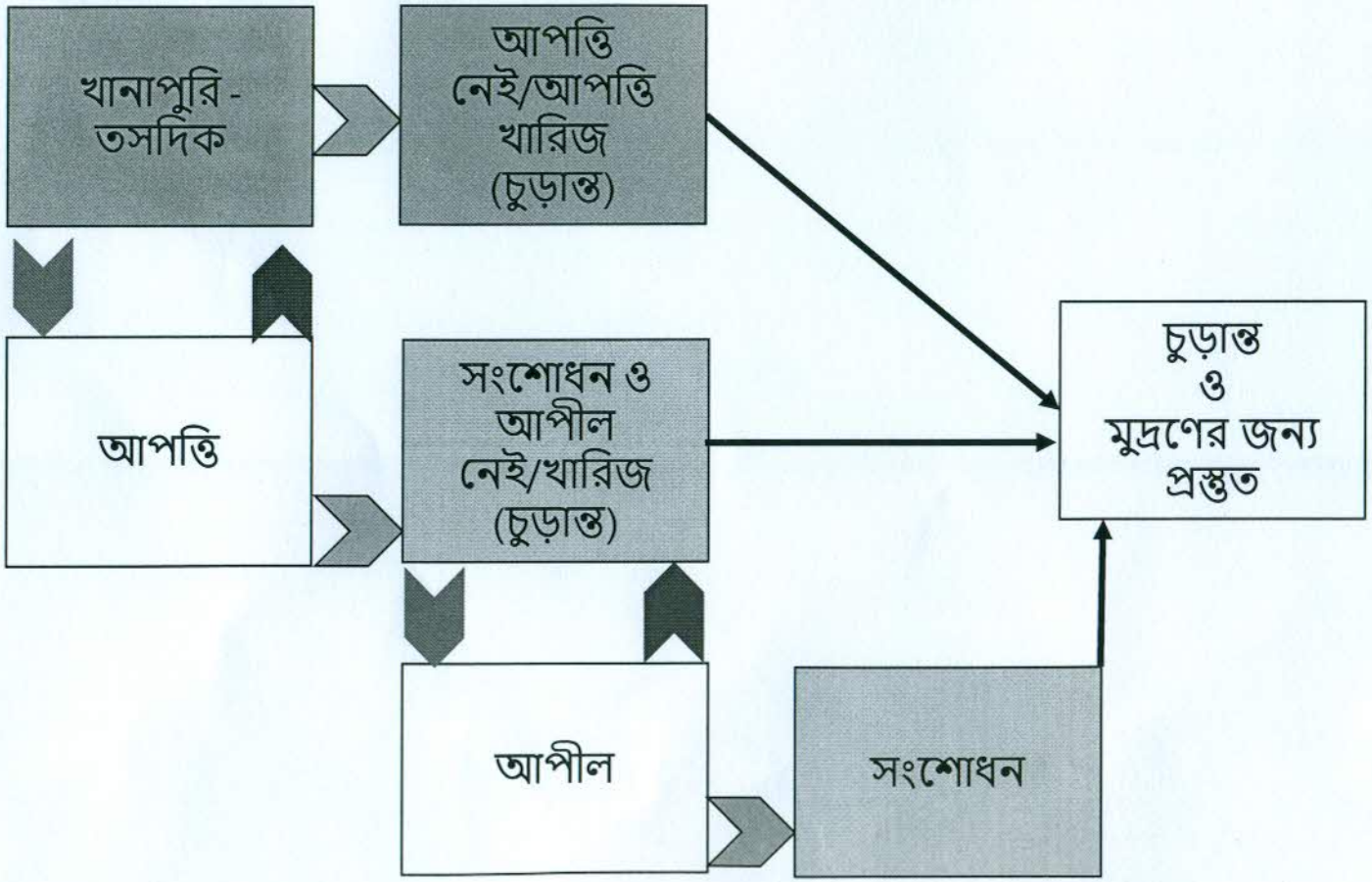

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর
উদ্ভাবনী ধারণা ২০১৯-২০

উদ্ভাবনী ধারণা : 'প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩০ বিধিতে আনীত আপত্তির আদেশের সার্টিফাইড কপি/প্রিদত্ত খতিয়ানের বিরুদ্ধে প্রজাস্বত্ব ৩১ বিধিতে আপীল দাখিলের সময় উল্লেখ করে সীল অন্তর্ভূক্তকরণ;

সীলে অন্তর্ভুক্ত বাক্য : 'এ আদেশের/প্রদত্ত খতিয়ানের বিরুদ্ধে ৩১ বিধিতে আপত্তি দাখিলের শেষ সময়.....(তারিখ)'

উদ্ভাবক : মোহাম্মদ আলীম আখতার খান, উপ-পরিচালক(অর্থ ও বাজেট)

প্রচলিত প্রক্রিয়া : ভূমি মালিককে কেবল আপত্তি আদেশের সার্টিফাইড কপি সরবরাহ করা হয়। এরূপ কোনো সীল ব্যবহার করা হয় না। আপীল দাখিলের সময় খসড়া প্রকাশনার নোটিসে উল্লেখ করা হয়।

প্রচলিত প্রক্রিয়ার অসুবিধা/সমস্যা :

- অনেক ক্ষেত্রে ভূমি মালিকগণ আপীল দাখিলের সময় সম্পর্কে স্পষ্ট থাকেন না;
- আপীল সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর সময় সম্পর্কে জানানো হয় না বলে অভিযোগ দিয়ে থাকেন;
- যথাসময়ে আপীলের সূযোগ না নিয়ে মিথ্যে অভিযোগ করে অহেতুক ৪২-ক ধারায় প্রতিকার প্রার্থনা করেন;
- জরিপ কাজ অহেতুক দীর্ঘায়িত হয়;
- স্বচ্ছতার অভাব থাকে;

উদ্ভাবনী ধারণা প্রয়োগের সুবিধা :

- প্রত্যেক আপত্তির পক্ষ-বিপক্ষকে ব্যক্তিগতভাবে আপীল দাখিলের সময় সম্পর্কে জানানো সম্ভব হয়, কোনোরূপ অস্পষ্টতা থাকার সূযোগ থাকে না;
- আপীলের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর সময় সম্পর্কে জানানো হয় না বলে অভিযোগ আনয়নের সূযোগ থাকেনা;
- যথাসময়ে আপত্তির সূযোগ না নিয়ে মিথ্যে অভিযোগ করার বা বিধিবহির্ভূত ৪২-ক বিধিতে অহেতুক প্রার্থনার সূযোগ থাকেনা;
- জরিপ কাজ যথাসময়ে সমাপ্ত করা সম্ভব হয়;
- স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হয়;

প্রসেস ম্যাপ

প্রচলিত পদ্ধতি	উদ্ভাবনী ধারণা প্রয়োগের পর প্রস্তাবিত পদ্ধতি
৩০ বিধিতে আনীত আপত্তির আদেশের সার্টিফাইড কপি প্রস্তুত	৩০ বিধিতে আনীত আপত্তির আদেশের সার্টিফাইড কপি প্রস্তুত
⇩	⇩
আদেশের সার্টিফাইড কপিতে প্রদান/সরবরাহ	আদেশের সার্টিফাইড কপিতে ৩১ বিধিতে আপীলের তারিখ উল্লেখ করে সীল প্রদান
	⇩
বিঃ দ্রঃ আপীল দাখিলের সময় সম্পর্কে খসড়া প্রকাশনা-নোটিস ব্যতিরেকে প্রচলিত রীতিতে জানার উল্লেখ নেই	আদেশের সার্টিফাইড কপি সরবরাহ

এম. আলীম আখতার
উপ-পরিচালক (অ

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর
উদ্ভাবনী ধারণা- ২০১৯-২০

উদ্ভাবনী ধারণা : 'প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩০ বিধিতে আনীত আপত্তির আদেশের সার্টিফাইড কপি/প্রিদত্ত খতিয়ানের বিরুদ্ধে প্রজাস্বত্ব ৩১ বিধিতে আপীল দাখিলের সময় উল্লেখ করে সীল অন্তর্ভূক্তকরণ;

সীলে অন্তর্ভুক্ত বাক্য : 'এ আদেশের/প্রদত্ত খতিয়ানের বিরুদ্ধে ৩১ বিধিতে আপত্তি দাখিলের শেষ সময়.....(তারিখ)'

উদ্ভাবক : মোহাম্মদ আলীম আখতার খান, উপ-পরিচালক(অর্থ ও বাজেট)

প্রচলিত প্রক্রিয়া : ভূমি মালিককে কেবল আপত্তি আদেশের সার্টিফাইড কপি সরবরাহ করা হয়। এরূপ কোনো সীল ব্যবহার করা হয় না। আপীল দাখিলের সময় খসড়া প্রকাশনার নোটিসে উল্লেখ করা হয়।

প্রচলিত প্রক্রিয়ার অসুবিধা/সমস্যা :

- অনেক ক্ষেত্রে ভূমি মালিকগণ আপীল দাখিলের সময় সম্পর্কে স্পষ্ট থাকেন না;
- আপীল সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর সময় সম্পর্কে জানানো হয় না বলে অভিযোগ দিয়ে থাকেন;
- যথাসময়ে আপীলের সুযোগ না নিয়ে মিথ্যে অভিযোগ করে অহেতুক ৪২-ক ধারায় প্রতিকার প্রার্থনা করেন;
- জরিপ কাজ অহেতুক দীর্ঘায়িত হয়;
- স্বচ্ছতার অভাব থাকে;

উদ্ভাবনী ধারণা প্রয়োগের সুবিধা :

- প্রত্যেক আপত্তির পক্ষ-বিপক্ষকে ব্যক্তিগতভাবে আপীল দাখিলের সময় সম্পর্কে জানানো সম্ভব হয়, কোনোরূপ অস্পষ্টতা থাকার সুযোগ থাকে না;
- আপীলের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর সময় সম্পর্কে জানানো হয় না বলে অভিযোগ আনয়নের সুযোগ থাকেনা;
- যথাসময়ে আপত্তির সুযোগ না নিয়ে মিথ্যে অভিযোগ করার বা বিধিবহির্ভূত ৪২-ক বিধিতে অহেতুক প্রার্থনার সুযোগ থাকেনা;
- জরিপ কাজ যথাসময়ে সমাপ্ত করা সম্ভব হয়;
- স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হয়;

প্রসেস ম্যাপ

প্রচলিত পদ্ধতি	উদ্ভাবনী ধারণা প্রয়োগের পর প্রস্তাবিত পদ্ধতি
৩০ বিধিতে আনীত আপত্তির আদেশের সার্টিফাইড কপি প্রস্তুত	৩০ বিধিতে আনীত আপত্তির আদেশের সার্টিফাইড কপি প্রস্তুত
⇩	⇩
আদেশের সার্টিফাইড কপিতে প্রদান/সরবরাহ	আদেশের সার্টিফাইড কপিতে ৩১ বিধিতে আপীলের তারিখ উল্লেখ করে সীল প্রদান
	⇩
বিঃ দ্রঃ আপীল দাখিলের সময় সম্পর্কে খসড়া প্রকাশনা-নোটিস ব্যতিরেকে প্রচলিত রীতিতে জানার উল্লেখ নেই	আদেশের সার্টিফাইড কপি সরবরাহ

এম. আলীম আখতার খান
উপ-পরিচালক (অর্থ ও বাজেট

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর
উদ্ভাবনী ধারণা ২০১৯-২০

উদ্ভাবনী ধারণা : 'জরিপ কর্মসূচীর লিফলেট/পোস্টার'

উদ্ভাবক : মোহাম্মদ আলীম আখতার খান, উপ-পরিচালক(অর্থ ও বাজেট)
প্রচলিত প্রক্রিয়া : জরিপ কাজ আরম্ভে সম্পর্কে মাইকিং করা হয়,
জরিপ কর্মসূচী, করণীয়, স্তর ও ব্যয় সম্পর্কে এরূপ কোনো পূর্ণাঙ্গ তথ্যবহুল প্যাম্ফলেট/পোস্টার ব্যবহার করা হয় না।
প্রচলিত প্রক্রিয়ার অসুবিধা/সমস্যা :

- ভূমি মালিকগণ জরিপ কর্মসূচীর তথ্য সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ অবহিত থাকেন না।
- জরিপ কর্মসূচীর তথ্য সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ অবহিত না থাকার কারণে বিভ্রান্তি ও হয়রাণির সুযোগ থাকে
- স্বচ্ছতার অভাব থাকে;

উদ্ভাবনী ধারণা প্রয়োগের সুবিধা :

- প্রত্যেক ভূমি মালিক ব্যক্তিগতভাবে আপত্তি দাখিলের সময় সম্পর্কে জানানো সম্ভব হয়, কোনোরূপ অস্পষ্টতা থাকার সুযোগ থাকে না;
- আপত্তির সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর সময় সম্পর্কে জানানো হয় না বলে অভিযোগ আনয়নের সুযোগ থাকেনা;
- যথাসময়ে আপত্তির সুযোগ না নিয়ে মিথ্যে অভিযোগ করার বা বিধিবহির্ভূত বিশেষ আপত্তি দাখিলের প্রার্থনার সুযোগ থাকেনা;
- জরিপ কাজ যথাসময়ে সমাপ্ত করা সম্ভব হয়;
- স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হয়;

প্রসেস ম্যাপ

প্রচলিত পদ্ধতি	উদ্ভাবনী ধারণা প্রয়োগের পর প্রস্তাবিত পদ্ধতি
রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহন ও প্রজাস্ব আইনের ১৪৪(১) ধারায় নোটিস, মাইকিং ও সভা	জরিপ কর্মসূচী নির্ধারিত হবার পর প্যাম্ফলেট/পোস্টার ছাপানো
সরেজমিন গমণ ও কিস্তোয়ার	রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহন ও প্রজাস্ব আইনের ১৪৪(১) ধারায় নোটিস, মাইকিং, সভা ও প্যাম্ফলেট বিতরণ/পোস্টার সাঁটানো
প্রতিটি স্তর ও করণীয় সম্পর্কে পৃথক পৃথক সময়ে পৃথক পৃথক নোটিস	সরেজমিন গমণ ও কিস্তোয়ার

২১/০৮/১৯

এম. আলীম আখতার খান
উপ-পরিচালক (অর্থ ও বাজেট)